দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... SEP 04 1999

পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ৬

45

পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ

১) পরীক্ষা পদ্ধতিকে কম্পিউটারাইজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে নিরপেক্ষভাবে এবং দ্রুততার সাথে পরীক্ষার ফলাফল প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

২) প্রতিটি বোর্ডে পর্যায়ক্রমে নকল প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবন ও জনমত গড়ার উদ্দেশ্যে কর্মশালা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং কুমিল্লা বোর্ডের উদ্যোগে ১৪-১২-৯৮ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩) ভাল ভাল কলেজে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধকল্পে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বোর্ডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪) ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকল বোর্ডের প্রশ্নপত্রের মধ্যে গুণগত মানও বজায় রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন বোর্ড থেকে শিক্ষক নিয়োজিত করে মোট ৩০ সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। পরে প্রশ্নপত্রগুলো মডারেট করার পর দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন বোর্ডের জন্য প্রশ্নপত্র নির্বাচন করা হয়।

৫) সকল কলেজ এবং মাদ্রাসায় ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের মার্কশিট বোর্ড থেকে মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দেশ অমান্যকারী প্রতিষ্ঠানের বেতনের সরকারি অংশ বন্ধ রাখার বিধান করা হয়েছে। এ পদ্ধতির ফলে অনেক ভুয়া মার্কশিট শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

৬) পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলমাল সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী দন্ড প্রদানের জন্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বোর্ডসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

৭) পরীক্ষা নকলে সহায়তাদানকারী এবং নকল প্রতিরোধ করতে অপারগতার জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সাথে সাথে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান বন্ধসহ প্রয়োজনবোধে ফৌজদারি মোকদ্দমা দায়ের করে শাস্তির ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

৮) প্রাইভেট কলেজে সীমানা প্রাচীর না থাকলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৯) নকল প্রতিরোধ অথবা গোলমালে বাধা প্রদান অথবা প্রতিরোধের সময় আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের চিকিৎসা ব্যয় অথবা ক্ষতিপূরণ বা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল বোর্ডের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। বোর্ডসমূহ এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

১০) প্রচলিত প্রশ্নপত্রের ধারা ও নকল বন্ধ করার নিমিত্তে সৃজনশীল ও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনে Analytical প্রশ্ন করে ২০০২ সালের মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে বই খুলেও নকল করার সুযোগ না থাকে এবং এ ধরনের নতুন প্রশ্নে এখন থেকেই ছাত্রদেরকে অভ্যস্ত করে তোলার ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১১) পরীক্ষার্থীদের কলেজ বদল করে পরীক্ষা. অর্থাৎ এক কলেজের পরীক্ষার্থীকে অন্য কলেজের কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে একাধিক কেন্দ্র আছে সেখানে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। সকল বোর্ড এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২) ১৯৯৮ সালে এইচএস সি পরীক্ষার অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকসহ একটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পাঠিয়েছিল। পত্রপত্রিকায় তাঁদের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩) ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুন্ডে এস এস সি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক দু'টি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সমস্ত ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয় এবং আসামিগণ গ্রেফতার হয়। উক্ত মামলা বিচারাধীন আছে।

১৪) বিজি প্রেসের যে অংশে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও সংরক্ষণ করা হয় সেখানে Close ciruit T. V Camera স্থাপন করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সার্বক্ষণিক Monitoring-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তদনুযায়ী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৫) প্রশ্নপত্র গণনা ও প্যাকেটজাতকরণের কাজ আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৬) কম্পিউটার কম্পোজের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর PC থেকে Material মুছে ফেলার কাজ খুব দ্রুত সমাধা করা এবং Plateগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তূপীকৃত না করে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ও তত্ত্বাবধানে সেগুলো যথাশিগৃগির সম্ভব বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিনষ্টকরণের কাজের পূর্ণ বিবরণ তাৎক্ষণিকভাবে একটি রেজিস্ট্রারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

১৭) বিজি প্রেসের যে অংশে বোর্ডসমূহের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রাখা হয় সে অংশগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার প্রয়োজনে প্রেসের গোপনীয় শাখায় যেখানে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাত করা হয় সে এলাকাটি, 'ডবল প্রটেকটেড' করার জন্য দু'টি দেয়াল থাকা আবশ্যক হওয়ায় এবং ট্রেজারির ন্যায় 'ডবল লক' সিস্টেম চালু করার প্রস্তাব থাকায় তা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১৮) প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের গোপনীয় শাখায় প্রবেশের সময় পকেটবিহীন পোশাক পরিধান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯) প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্টদের 'চেকিং'-এর ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে গোপনীয় শাখায় প্রবেশ ও বহির্গমনের সময় তাদের দেহ তল্লাশি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবেশ ও বহির্গমন রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

২০) প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের সময় 'চেকিং'-এর কাজটি বিজি প্রেসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন করা হতো। যার ফলে সুষ্ঠুভাবে 'চেকিং'-এর কাজ সমাধা করা হতো না। এ কাজটি পুলিশ, এনএসআই, স্পেশাল ব্রাঞ্চের সদস্যদের উপস্থিতিতে করার জন্য সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্তমান পুলিশ বাহিনীর সদস্য উপস্থিত থাকে।

২১) প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাতকরণের কাজে নিয়োজিত বিজি প্রেসের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বিজি প্রেনের কর্মচারিগণ পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারে না। তদনুযায়ী বিজি প্রেস নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বোর্ডসমূহ প্রেসের কর্মচারীদের বিরতিহীনভাবে সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের টাকা যোগান দিচ্ছে।

ফলে এ বছর এস এস সি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

২২) মন্ত্রণালয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা রোধকল্পে জনমত গড়ার লক্ষ্যে ৩ মিনিটের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছিল।

তাছাড়া পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, সুশীল সমাজে এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরীক্ষা চলাকালে সচেতন করার জন্যে শ্লোগান টেলপ আকারে বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়।

২৩) পাবলিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে আইন-শৃংখলা রক্ষাসহ পরীক্ষায় দুর্নীতিতে সহায়তা ও অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা আইন-অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সচিব মহোদয়ের তরফ থেকে আধা সরকারিপত্রের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ও বোর্ডসমূহকে অনুরোধ করা সংক্রান্ত চিঠি পরীক্ষার পূর্বে নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে।